Examinations

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

020

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৯৩

# স্থগিত পরীক্ষার ফল ঃ অনিয়ম কে করেছে

এবার বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহের স্থান সর্বোচ্চে। সেখানে সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়েছে। ময়মনসিংহ ঢাকা বোর্ডের অধীনে। এক্ষেত্রে কুমিল্লা বোর্ড আছে দ্বিতীয় স্থানে। পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৭৯৩ জন।

বিভিন্ন অনিয়মের জন্য এদের পরীক্ষার ফল স্থগিত। এছাড়া আরও দুটি বোর্ড রয়েছে। ওই দুটি বোর্ডের অধীনে এ ধরনের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়।

এ সব অনিয়মের মধ্যে একমাত্র নকল করার অপরাধ ব্যতীত অন্য কারণগুলোর জন্য দায়ী কে? বলা হয়েছে, বহু ছাত্রছাত্রী তাদের শহরস্থ মূল কলেজ থেকে পরীক্ষাদানের অনুমতি না পাওয়ায় মফস্বল কলেজগুলোতে ভিড় করেছে। নকলের সুবিধার জন্যও অনেকে মফস্বল শহরের কলেজগুলোতে গিয়ে ভর্তি হয়। পরীক্ষার আগে মফস্বল কলেজে এভাবে ছাত্ররা একটা দক্ষিণার বিনিময়ে ভর্তি হয়। নেহাৎ মানবিকতার খাতিরে কিংবা অনুকম্পা করে এসব ছাত্রছাত্রীকে নেওয়া হয় না। এজন্য কাগজপত্রে প্রয়োজনীয় রদবদল কিংবা কাগজপত্র পাল্টিয়ে নতুন কাগজপত্র তৈরী করার সাথে বোর্ডেরও একশ্রেণীর কর্মচারীর সাহায্য-সহযোগিতা দরকার পড়ে।

যাদের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে, একমাত্র তারাই এই অনিয়মের মাশুল দিবে এমন তো হতে পারে না। উপরোক্ত দু'তরফ থেকে সহায়তা না পেলে সেখানে হঠাৎ পরীক্ষার আগে গিয়ে ভর্তি হয়ে কিংবা ভর্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়ে পরীক্ষা দেওয়া এসব ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সম্ভব হত না।

বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত এই অনিয়মের ভূত সর্ষের মধ্যেই খোঁজা। সেখান থেকে এই ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা থাকলে ছাত্রছাত্রী তথা তাদের অভিভাবকরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অনিয়ম করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিতে পারে না।

বেশ কিছু কলেজের সুনাম বা দুর্নাম যাই বলা হোক, আছে যে, তারা অবাঞ্ছিত পরীক্ষার্থীদের ভিড় বরদাস্ত করে। তাদের ফরম পূরণ করতে দেওয়া ও এডমিট কার্ড দেওয়া হল কেন? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কেউ এসব কাহিনী জানতেন না এমন বলা চলে না। হয়তো সবটা এবং সব ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর পাওয়া সহজ নয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ম্যানেজ করা পরীক্ষাদানের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের জানা।

এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা এখন পড়েছেন ফ্যাসাদে। এই অনিয়মের সমস্ত দায়ভার ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে, কোন্ পরোক্ষ স্বার্থে কলেজ ও বোর্ডের একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তার খোঁজ আগে নেওয়া প্রয়োজন।

সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এই পরীক্ষা কেলেঙ্কারি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফল স্থগিতের জন্য দায়ী নেপথ্যচারীদের সামনে আনার ব্যবস্থাটা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই করতে পারেন। তারা এ ব্যাপারে কিছু করবেন কি?